আজকের কাগজ

তারিখ 26 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ফিচার

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কলেজগুলোর এপাশ-ওপাশ

জাহ্নবী দাসঃ 'সন্তান আপনার লেখাপড়ায় দুর্বল, অমনোযোগী তা হলে চলে আসুন, দুর্বলদের জন্যে বিশেষ যত্ন। সন্তানকে আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান, তা হলে পর্যাপ্ত আধুনিক শিক্ষার আয়োজন। আর সন্তান যদি হয় মেধাবী তা হলে তো কথা নেই একেবারে বিনে খরচে ক্লাস টুয়েলভ পার।' মন ভুলানো এসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিভাবক ও সদ্য এসএসসি পাসদের বরণ করে নেয়ার জন্যে শহরের আনাচে কানাচে ঘিঞ্জি গলিতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কলেজ। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিয়ম কানুন এড়িয়ে গড়ে ওঠা এ কলেজসমূহের কর্তৃপক্ষ ভর্তির সময় এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, যা তারা দিচ্ছেন না। স্পোকেন ইংলিশ, কম্পিউটার থেকে শুরু করে সন্তানকে ব্রিটেন বা আমেরিকা পাঠিয়ে দেয়াও তাদের কাছে অসম্ভব কিছু নয়। এ ধরনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দাবি করছে তারা ব্রিটিশ বা ইউএসএর অনুমোদনপ্রাপ্ত। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রাপ্ত পাল্টা প্রশ্নের জবাবে প্রতিষ্ঠানটির নামটি পর্যন্ত বলতে ব্যর্থ হয়। এ হলো তাদের 'ফরেন অ্যাফিলিয়েশন' বা অনুমোদন-এর নমুনা। এ ধরনের ফরেন অ্যাফিলিয়েটেড, নন অ্যাফিলিয়েটেড কলেজের সংখ্যা শ'-দুয়েক-এর কম নয়। ঢাকা শহরের এ ধরনের কলেজের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা সম্পর্কে বোর্ড পরিদর্শক প্রফেসর আজহার আলীও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি। তবে তিনি বলেন, ঢাকা বোর্ডের অধীনে সর্বমোট কলেজের সংখ্যা ৪শ' ৫৭টি। এবং শহরে অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারি কলেজের সংখ্যা একশ'। এর মধ্যে হালে প্রতিষ্ঠিত কলেজ সর্বসাকুল্যে ১০টি। মাত্র বছর দুয়েক আগের কোচিং সেন্টার থেকে সদ্য রূপান্তরিত কলেজ সমূহের ভর্তির যোগ্যতা এসএসসিতে প্রথম শ্রেণী বললেও প্রকৃত পক্ষে ডোনেশন অনুসারে ভর্তির শ্রেণী দ্বিতীয় থেকে নেমে তৃতীয় শ্রেণীতেও পৌছায়। নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় হালের কলেজ সমূহের ভর্তি ফিস দেড় হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা। মাসিক বেতন ১৫০ থেকে ৫০০ টাকা আর যদি থাকে সেমিস্টার পদ্ধতি তা হলে প্রতি তিন মাস অন্তর পরীক্ষার ফিস দিতে হবে একশ টাকা করে। তারপর যদি কম্পিউটার স্পোকেন ইংলিশ শেখার ঝোঁক থাকে তা হলে তার জন্যে দিতে হবে বাড়তি চার্জ যার পরিমাণ কোর্স প্রতি ১৫০০-২০০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। চার্জের পর চার্জ দিয়ে দু'বছর অতিক্রম করার পর আসে প্রতীক্ষিত এইচএসসি ফাইনালের পালা তথাকথিত 'পরীক্ষা ফিস এর নামে ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা হয় ৫ থেকে ১২ হাজার টাকা। এর মধ্যে টেস্টে যারা ফেল করেন তাদের ওপর নাজেল হয় বিষয় প্রতি বাড়তি চার্জ।

অন্যদিকে শিক্ষা পদ্ধতির যাতে রয়েছে শিক্ষক ও কলেজের ভৌত সুযোগ সুবিধা। ভৌত সুবিধা যাচাই'র জন্যে বেশ কিছু কলেজে সরেজমিনে যেয়ে দেখা গেছে ল্যাবরেটরি বলতে নামে মাত্র একটি খুপপি ঘর। যাতে যন্ত্রপাতি একরকম নেই বললেই চলে। অথচ এ ধরনের বেশ কয়েকটি কলেজ বোর্ডের অনুমোদনও লাভ করেছে। কিভাবে অনুমোদন পেলো এ প্রশ্নের জবাবে কলেজের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায় বোর্ড পরিদর্শক যেদিন পরিদর্শনে আসেন সেদিন যন্ত্রপাতি ভাড়া করে আনা হয়। এ বিষয়ে পরিদর্শকের অভিমত হলো আমরা প্রাথমিক পর্যায়ের কলেজ গুলোর বেলায় নিয়ম নীতি কিছুটা শিথিল করেছি। তিনি আরো জানালেন এ ধরনের অনিয়মের জন্যে আকস্মিক পরিদর্শনের কোনো নিয়ম নেই। তবে কোনো কলেজের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে থাকে।

কলেরে ভৌত সুযোগ-সুবিধার পর আসা যাক প্রতিষ্ঠানের তথাকথিত অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী কি অবস্থায় আছেন। শিক্ষক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে শুরু করে ৩০ পর্যন্ত। আর ছাত্র সংখ্যা কলেজ ভেদে ২০ থেকে ১০০। ছাত্রদের বেলায় এ সমস্ত কলেজে যেমন রয়েছে চড়া ভর্তি ফিস, তেমনি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রয়েছে চড়া ডোনেশন পদ্ধতি। শিক্ষক প্রতি এ ডোনেশনের পরিমাণ ৩০ থেকে ৫০ হাজার পর্যন্ত।

'আসলে আমরা হলাম 'ছদ্ম বেকার' বললেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কলেজ শিক্ষক। নিজেদের বেকারত্ব ঘুচানোর জন্যে বিপুল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে প্রতি মাসে শিক্ষকরা পান ৪শ' ৫শ' টাকা যা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাড়াও ওঠে না। এ বারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কি ভাবছেন জানতে চাইলে এক শিক্ষক বলেন, বর্তমান পদ্ধতিতে নতুন কলেজ সমূহের শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয় কি না সন্দেহ। তারপরও মাত্র বছর দু'য়েক আগে কোচিং সেন্টার থেকে রূপান্তরিত কলেজগুলো এখন ডিগ্রি বিবিএ এমবিএ বিভাগ খোলারও পাঁয়তারা চালাচ্ছে।